দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JAN. 20.2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটির পরীক্ষাসমূহ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত

□ আন্দোলন শিবির স্টাইল □ প্রক্টরের অফিসে মলমূত্র নিক্ষেপ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরোঃ মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল শিবিরের জঙ্গি যুবকরা অগ্রণী ব্যাংকের ভার্সিটি অভিমুখী যানবাহন ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শিবির ক্যাম্পাসে সভা-সমাবেশ করেছে। প্রক্টরের অফিসে মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর মল-মূত্র ফেলা হয়। ট্রেন ও বাস চলাচল ৪ দিন ধরে বন্ধ থাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। শিবিরের জঙ্গি কর্মীরা নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, গতকাল ভোররাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসের সামনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। লাগাতার অবরোধ পালনকারী শিবির কর্মীরা অগ্রণী ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী বহনকারী একটি মাইক্রোবাসকেও গতকাল ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি। তাই তারা হেঁটে গিয়ে অফিস করেন। লিয়াজোঁ কমিটির সাথে শিবিরের নির্ধারিত বৈঠকও হয়নি ছাত্র শিবিরের পূর্ব নির্ধারিত শর্তের কারণে। শিবির বৈঠকের পূর্বে ছাত্রলীগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ কলিমকে তাদের দু নেতা হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারের দাবি জানায়। প্রশাসন এতে রাজি হয়নি বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অব্যাহত হুমকির মুখে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাসা ছেড়ে শহরে অবস্থান করছেন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে শিবিরের দু কর্মী হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তা আজও অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তা কোন কাজে আসেনি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলে ছাত্র শিবির ওই দিন থেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়। এরপর তারা সন্ত্রাসী কায়দায় নানা ধরনের হুমকি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গামী বাস- ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়। তাদের হুমকির মুখে চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রুটের ট্রেন চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। তারা ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার পর স্বল্প সংখ্যক ছাত্র হলে উঠলেও অবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে তারাও ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে। শিবিরের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে পুরো ক্যাম্পাস। শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে ছাত্রলীগের ২০-২৫ জন কর্মী অবস্থান করছে। তারাও রয়েছে আতংকের মধ্যে। ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নং গেটে অবস্থান নিয়ে মাঝেমধ্যে শিবিরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। তারা ইতোমধ্যে আবদুর রব হলের দখলদারিত্ব হারিয়েছে শিবিরের কাছে। অবস্থানগত দিক দিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা বেকায়দায় রয়েছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়।

এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র নেতাদের বশে আনতে পারছেন না। পারছেন না কোন সমঝোতায় পৌঁছতে। ক্যাডাররা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। চিহ্নিত এসব সন্ত্রাসীর হাতে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি হয়ে পড়েছে। সেখানে আজ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। এরা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও এদের বিরুদ্ধে অদৃশ্য কারণে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট মহল অভিমত ব্যক্ত করেন।